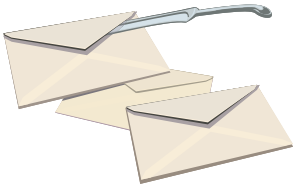

কেন এই তৎপরতা

পবিত্র ঈদ-উল আজহার সরকারি ছুটিতেও ভোটার তালিকা প্রণয়নের কাজ চলছে দেখে বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না। ছুটিকালীন যখন অধীকাংশ মানুষই তার আবাসস্থল (মূলত শহর এলাকা) ছেড়ে গ্রামের বাড়িতে চলে যান, তখন সেসব এলাকায় ভোটার তালিকা প্রণয়নের কাজ কতটুকু যৌক্তিক তা ভেবে দেখার বিষয় বৈকি। সর্বোপরি, যখন সবাই ঈদের ছুটি কাটাতে ব্যস্ত, তখন এসব কাজে এমন 'নিবেদিতপ্রাণ' কর্মীদের কর্মব্যস্ততা অনেকের কাছেই বিভিন্ন প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ভেবে দেখবেন বলে মনে করি।

কেএম ইউছুফ আলী
বাগানবাড়ী, মালিবাগ, ঢাকা

একজন মমতাময়ী মা

দৈনিক 'প্রথম আলো'র ৬ জানুয়ারি সংখ্যায় একটি সচিত্র সংবাদে চোখ আটকে গেল। শিরোনাম ছিল 'এই শিশু আশ্রয় পেল এক মায়ের কোলে'। একটি ছবিও ছিল শিরোনামের উপরে। ছবিতে দেখলাম একজন স্নেহশীল পিতা আলকাস হোসেন ও মমতাময়ী মা রোখসানার কোলে দুটি শিশু পরম নিশ্চিন্তে শুয়ে আছে। আমি অনেকক্ষণ ধরে দু'হাতে পরম আদরে একটি শিশুকে জড়িয়ে ধরা 'মা'কে দেখছিলাম। যে মায়ের সঙ্গে ঐ শিশুটির নাড়ির কোনো সম্পর্ক নেই। অথচ ছবিতে দেখে বুঝতেই পারছিলাম না, বোঝার সাধ্য অসম্ভব মমতায় মাখা মা রোখসানা দেননি। আমি নিঃশব্দে কাঁদছিলাম। সত্যি বলতে কি, মনের অজান্তে চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ছিল।

টিআর খান তাহিম
হালিশহর হা/এ, চট্টগ্রাম

প্রাপ্তির খাতা শূন্য

শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হকের জীবনীগ্রন্থের একটি বাক্য পড়েছিলাম 'খাইলা কি? পাইলা কি? দিলা কি?' জবাব ছিল- 'খাইলাম মার, পাইলাম ব্যথা, দিলাম দৌড়।'
রাজকীয় কায়দায় আয়োজিত সার্ক সম্মেলন শেষে আমার এক বন্ধু এ প্রশ্ন করলে অপর বন্ধু জবাব দিলেন, 'খাইলাম মজাদার খাবার, পাইলাম পদক, আর দিলাম তো সবই।' আসলেই প্রশ্ন, সার্ক সম্মেলনের নামে দক্ষিণ এশিয়ার দেড়শ' কোটি মানুষ কী পেল? প্রধানমন্ত্রী নিজে পেলেন সার্কের চেয়ারপার্সনের পদ, সাবেক রাষ্ট্রপতি শহীদ জিয়া পেলেন সার্ক পদক ও তদ্বীয় পুত্র পেলেন পদকের সঙ্গে ২৫ হাজার ডলার। আর কিছু আমরা পেয়েছি বলে মনে হয় না।
অথচ সার্কের নামে ঢাকাবাসী বন্দি অবস্থায় থাকলেন প্রায় সপ্তাহখানেক, দেশবাসীর করের টাকায় কোটি কোটি টাকা খরচ হলো। আর প্রাপ্তির খাতা শূন্য।

আখতারুল আলম বাবলু
লোহাগড়া,
নড়াইল

অন্ধকারের পথে যাত্রা

আমাদের দেশের বেশির ভাগ দরিদ্র শিশুই পড়াশোনার জন্য মাদ্রাসায় যায়। আর তাদের আর্থিক অসচ্ছলতা ও মানসিক অপরিপক্কতার সুযোগ গ্রহণ করে একশ্রেণীর বকধার্মিক। ওরা মুখে ধর্মের বুলি আওড়ায়, অথচ প্রতিষ্ঠা করতে চায় মানবতা ও মানুষ হত্যার তন্ত্র। পরিকল্পিতভাবে সারা দেশে বোমা ফাটিয়ে ওরা কীসের ইঙ্গিত দিতে চায়? কেন ওরা সারা দেশে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করতে চায়? রাষ্ট্রের ওপর ওদের কীসের এতো ক্ষোভ? তবে কি রাজাকারদের উত্তরসূরিরাই আজ তৈরি করছে এই জঙ্গিবাহিনী? দেশকে ঠেলে দিচ্ছে অন্ধকারে? প্রতিদিন জঙ্গি ধরা পড়ছে আবার জামিনও পাচ্ছে। এদের জামিন হচ্ছে কীভাবে? এসব মনে করিয়ে দেয় '৭১-এ মুক্তিযোদ্ধা, বুদ্ধিজীবী হত্যার চিত্র। আমরা গলায় কাঁটা নিয়ে বাঁচতে চাই না। কন্টকমুক্ত বাংলাদেশ চাই।

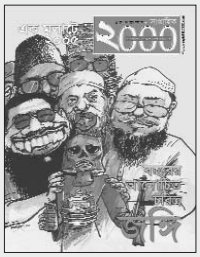

হেনরীয়েটা সুখ
সদর হাসপাতাল এলাকা,খাগড়াছড়ি

হেলপার যখন ড্রাইভার

আজকে যিনি একজন দক্ষ বাস ড্রাইভার, তিনিই হয়তো প্রথম জীবনে ছিলেন একজন হেলপার। আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে কথাটি অনেকাংশেই সত্যি। কিন্তু কখনো কখনো এই 'হেলপার-ড্রাইভার' দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যেমন ঈদের ছুটিতে বাসের ড্রাইভাররা যখন ছুটিতে থাকেন, তখন হেলপাররাই ড্রাইভারের কাজ করে থাকে। আর এ কারণেই ঘটে অনেক দুর্ঘটনা। এ ধরনের দুর্ঘটনা এড়াতে যাত্রীরা সচেতন হলে অনেক মূল্যবান প্রাণ বেঁচে যাবে। সাথে সাথে সরকারের সংশ্লিষ্ট মহল উদ্যোগী হয়ে এসব দুর্ঘটনা রোধে কার্যকরী ভূমিকা রাখবে বলে আশা করি।

ইশতিয়াক উদ্দিন আহম্মেদ
শ্যামপুর, পোস্তগোলা, ঢাকা

স্ন্যাপ শট : জীবনের খণ্ডচিত্র

রাস্তায় হাটছেন। হঠাৎ কোন দৃশ্য– ছিনতাই, সড়ক দুর্ঘটনা, অগ্নিকান্ড কিংবা মালা হাতে এক পথশিশুর ছুটে চলা। দৃশ্য যেমনি হোক– ক্যামেরা ফোন কিংবা ডিজিটালক্যামে ছবিটি তুলে ফেলুন। পাঠিয়ে দিন আমাদের ঠিকানায়। আপনার পাঠানো ছবি এবং তথ্য নিয়ে সাজানো হবে স্ন্যাপ শট বিভাগ। এ বিভাগে পাঠক-ই রিপোর্টার। আপনার ছবি সাক্ষী হতে পারে কোন ঘটনার। লন্ডনের বোমা হামলার পর ঠিক তাই হয়েছিল। মোবাইল ক্যামেরায় তোলা ছবি প্রচারিত হয়েছিল বিশ্ব গণমাধ্যমে। ছবি যেকোন ফরম্যাটের হতে পারে। পাঠাতে পারেন ইমেইলে, ডাকে কিংবা অফিসে সরাসরি এসে। ছবির সাথে ক্যাপশন, ঘটনার তারিখ, সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এবং আপনার পূর্ণ নাম ঠিকানা লিখুন। পাঠানো ছবি এবং তথ্যের নিউজ ভ্যালু থাকতে হবে। ঘটনা হবে সমসাময়িক।

ছবি পাঠাবেন যে ঠিকানায়

স্ন্যাপ শট : সাপ্তাহিক ২০০০

৯৬-৯৭ নিউ ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০। ই-মেইল:info@shaptahik2000.com

শ্রদ্ধাঞ্জলি : শাহাদত চৌধুরী

গ্রিক পুরাণের মতে, প্রমিথিউস পৃথিবীর কল্যাণের তথা জনমানুষের সেবায় স্বর্গ থেকে আগুন চুরি করে নিজের বিপদ ডেকে এনেছিলেন। অন্তত এ জন্য প্রমিথিউসকে আমরা সবাই ভাবি তিনি একজন মহান জনদরদী। আমি কেন শুধু, সবার মতই প্রায় এক হবার কথা। যেহেতু তিনি পৃথিবীর মানুষের কল্যাণে স্বর্গ থেকে আগুন চুরি করে দেবতাদের কাছে মহাঅপরাধ করেছিলেন!

যে আগুন সভ্যতা ও মানবকল্যাণের সভ্যতার প্রথম ও অন্যতম সোপান; জীবন ধারণের সবচেয়ে বড় অবলম্বন- সেটাই কেড়ে নিলেন জিউস। আর সেই মূল্যবান আগুন কেড়ে নিয়ে বঞ্চিত করলেন জিউস সাধারণ মানুষকে। বঞ্চিত হলো সাধারণ মানুষ, বিনা দোষে শুধু জিউসের প্রতিহিংসায় বা স্বার্থসংশ্লিষ্ট কারণে।

প্রমিথিউস এগিয়ে এলেন মানবজাতির কল্যাণে। মনে-প্রাণে মানবজাতির কল্যাণের জন্য ভাবতে লাগলেন। তখন 'অলিম্পাস পাহাড়'-এর শৃঙ্গে লুকানো ছিলো Wheel of the sun' সেখান থেকে জনমানুষের কল্যাণে, বঞ্চিত গণমানুষের কল্যাণে আগুন চুরি করে এনে মানুষের হাতে তুলে দিলেন জনদরদি প্রমিথিউস এবং তিনি হয়ে গেলেন বিদ্রোহী প্রমিথিউস। তবে জনমানুষের তথা আপাম জনগণের প্রিয় ও আত্মত্যাগী মহান প্রমিথিউস।

এবার জিউসের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেলো। চূড়ান্ত ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁকে ককেশীয় পাহাড়ে একটা শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হলো এবং তা আমৃত্যু। কিন্তু মৃত্যু কখনোই মহান প্রমিথিউসকে কোনো শৃঙ্খল দিয়ে বেঁধে রাখা যায় না। কারণ মৃত্যুর পথে, মহান পথে নানা রকম বন্ধুর, কন্টকাকীর্ণ আসতেই পারে এবং আসেও। তাই তো সেই গ্রিক পুরাণের গল্পের বইয়ে দেখা যায়, যখন এক রাক্ষুসে হিংস্র ঈগল বারবার উড়ে এসে পাহাড়ের মাথায় বন্দি প্রমিথিউসের যকৃত ছিঁড়ে নিচ্ছে; সেখানে তারপর দেখা গেলো যে তৈরি হয়ে যাচ্ছে নিজে নিজেই। মৃত্যু বড় বেদনাদায়ক বিশেষ করে প্রমিথিউসদের মৃত্যু। তবে টাইফুন বা হিংস্র সিংহ; হাইড্রোদের মতো অসুরদের নয়...। বরং সেটা আমজনতা তথা সবার জন্য ভালো ও মঙ্গলজনক।

এ জন্যই চিরবিদ্রোহী কবি, মহাকবি শেলী (১৭৯২-১৮২২); যিনি প্রথাবহির্ভূত নব্যচিন্তার কাব্যচিন্তা দিয়ে প্রবল ঝড় উঠিয়েছিলেন কাব্য তথা সাহিত্য-সমাজ অঙ্গনে। পুরো একটি বছর ধরে তাঁর অমর ও কালজয়ী কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছিলেন 'প্রমিথিউস আনবাউন্ড'।

রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী'র মতো মানুষ অপারে চলে গেলেও তাঁর মহান কর্মজীবনের; সংগ্রামী জীবনের ইতিহাস কিন্তু মানুষের মনের অন্তঃকরণে জায়গা করে নেয়। একজন মুক্তিযোদ্ধা, সমাজ বদলের লড়াকু সৈনিক, নির্ভীক সাংবাদিক; আপসহীন সমাজ বদলের যোদ্ধা যে জনমানুষের মনের চিলেকোঠায় অবিস্মরণীয় থাকবেন চিরকাল, এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। ভাবতে বুকটার একপাশ হু হু করে কেঁদে ওঠে- শাহাদত চৌধুরী আর নেই...।

অস্থির মার্চ '৭১-এ পাকিস্তানি বর্বর শাসন ব্যবস্থার মধ্যেও যিনি সেই স্বাধীনতার ঐতিহাসিক ঘোষণার বিষয়ে 'চিত্রিতা' সম্পাদকীয় এবং 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' ছবিসহ ছাপানোর মতো সাহিসকতার পরিচয় দিতে পারেন; তাঁর কথা; তাঁর মতো কিংবদন্তির কথা বলার কোনো প্রয়োজন পড়ে না।

একজন পত্রিকা সম্পাদক একাধারে বুদ্ধিজীবী, সাহসী সাংবাদিক, মুক্তিযোদ্ধা, মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম প্রথম সারির সংগঠক, মিডিয়া যোদ্ধাকে বাংলাদেশ হারালো, সেই শোক অপূরণীয়।

মূলধারার চেতনায় বিশ্বাসী মুক্তিযোদ্ধা তাঁদের সবাই একবাক্যে স্বীকার করতে বাধ্য যে 'চিত্রিতা' মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকে নয় মাস 'চরমপত্র' বা 'জয়বাংলা' বা 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র'-এর চেয়ে ছোট করে দেখার কোনো অবকাশ নেই। আর 'বিচিত্রা'র কথা না-ই বা বললাম। মুক্তিযোদ্ধা; একাত্তর; বাংলাদেশকে যেমন তিনি সবসময় ক্যানভাসে বড় করে বা লাইমলাইটে আনতে চেয়েছেন, তাতেই বোঝা যায় তিনি কতো বড় মাপের 'প্যাট্রিয়টিকে ভিশন' হৃদয়ে ধারণ করতেন।

সবার প্রিয় সাংবাদিক, সম্পাদক শাহাদত চৌধুরী আর নেই। তবে তাঁকে তাঁর আসন পেতে প্রমিথিউসের মতো অনেক নির্যাতন, হুমকি সহ্য অবশ্যই স্বীকার হয়েছে। প্রতীকী প্রমিথিউস 'শাহাদত চৌধুরী' বহু লড়াকু মানুষ ছিলেন। যুগে যুগে এই সব নব্যচিন্তার নায়কেরা সমসাময়িক সমাজের অত্যাচারী গোষ্ঠীর বীভৎস রোষবহ্নির মুখে প্রমিথিউসের মতোই (রূপকার্থে) অনির্বাণ মশা সবার ওপরে তুলে ধরে মৃত্যুহীন দিগন্তের দিকে অভিযান চালিয়ে গেছেন। মৃত্যু এঁদের গ্রাস করতে পারেনি।

আর বর্তমান সাপ্তাহিক '২০০০' পত্রিকা ইন্টারনেট ও প্রচার সংখ্যা বা জনপ্রিয়তার সর্বশীর্ষে বিশেষ করে সমসাময়িক, বস্তুনিষ্ঠতা বা নির্ভরযোগ্যতার জন্যই সবার প্রিয়...। এখন 'শাহাদত চৌধুরী' সাহেব নেই; তাঁর অবর্তমানে যেন আগের মতোই বস্তুনিষ্ঠ; সময়োপযোগী; নির্ভরযোগ্যতা থাকে, এটাই আমাদের সব পাঠকের কাম্য। প্রিয় সম্পাদকের রুহের মাগফিরাত কামনা করছি।

জাহাঙ্গীর আলম গোলাপ
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হল
জাবি, সাভার, ঢাকা

২.

বাবার কারণেই খুব ছোট থেকেই সাপ্তাহিক বিচিত্রার সঙ্গে পরিচিত। অতঃপর নিয়মিত পাঠক। হঠাৎ করেই পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। কি যে কষ্ট পেয়েছিলাম ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না। কিছুদিন পর সাপ্তাহিক ২০০০ নামে পত্রিকাটি বাজারে এলো। মনে পড়ে, স্কুল থেকে ফেরার সময় সম্পাদকের নাম দেখে নিশ্চিত হয়ে পত্রিকাটি কিনেছিলাম। শ্রদ্ধেয় শাহাদত চৌধুরী ছাড়া বিচিত্রা সাপ্তাহিক ২০০০ আমি ভাবতে পারি না।

কিছু মানুষ আছে যাদের সঙ্গে প্রথম কথাতেই শ্রদ্ধা-ভক্তির জন্ম নেয়। খুব বেশি শ্রদ্ধা করতে ইচ্ছে করে তাদের। তেমনই একজন মানুষ ছিলেন তিনি। তার সঙ্গে প্রথম কথা বলি ২০০২ সালে ফোনে। কথা হয় সামান্য। অথচ সে দিন তাকে অন্যভাবে চিনতে পারি।

তার এমন চলে যাওয়ায় দেশের সংবাদ মাধ্যম হারালো একজন সাহসী উচ্চারক অভিভাবককে।

আমরা পাঠকরা হারালাম আমাদের অতিপ্রিয় অত্যন্ত শ্রদ্ধার সৃষ্টিশীল সম্পাদককে।

শিল্পী, মিরপুর, ঢাকা